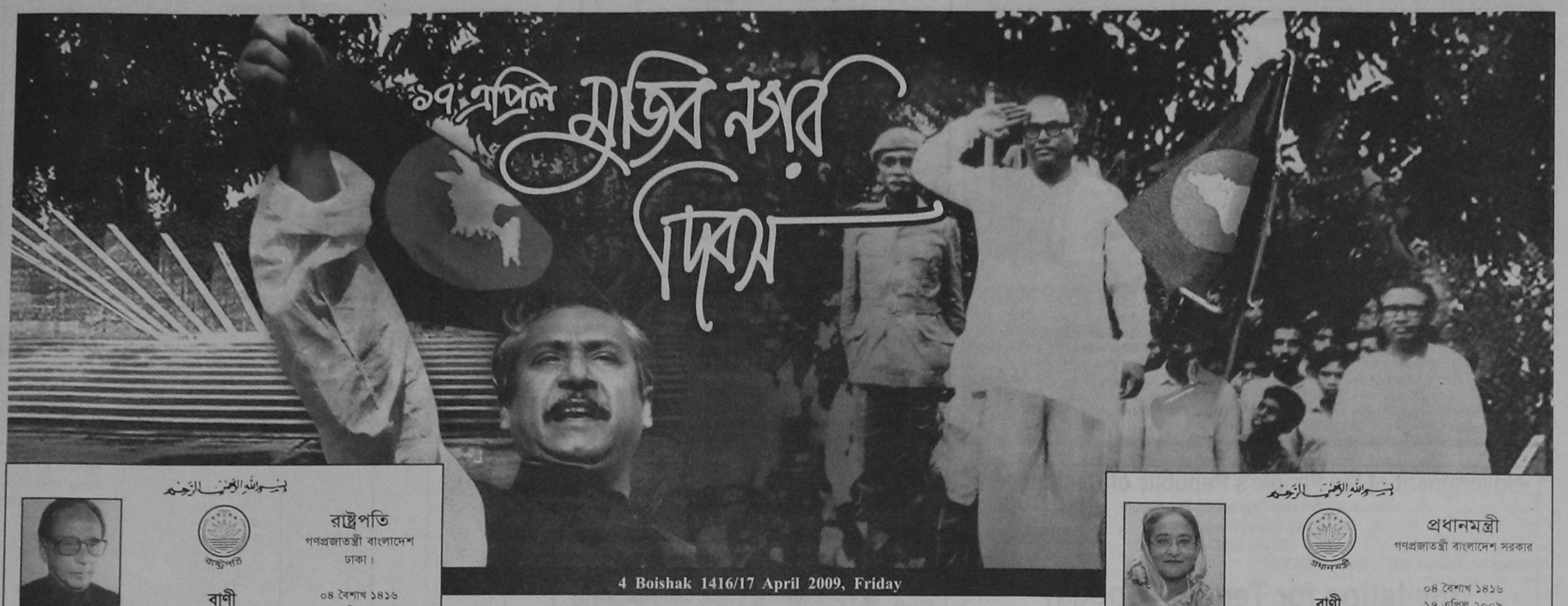

4 Boishak 1416/17 April 2009, Friday

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibnagar, Bangladesh, Dated 10th day of April, 1971

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17the January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a constitutions, AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution, AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period, AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war, AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangladesh, in due fulfillment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 20, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honor and integrity of Bangladesh, AND

WHEREAS in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numberous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh, AND

WHEREAS the Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it possible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government, AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

WE the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice, declare and constitute Bangladesh to be sovereign Peoples' Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, and do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic, and that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic, shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary. Shall have the power to levy taxes and expend monies shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the People of Bangladesh an orderly and just Government.

WE the elected representatives of the People of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President,

WE further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations devolved upon us as a member of the family of nations and by the Charter of United Nations.

WE further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

WE further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and give to the President and the Vice-President oaths of office.

Signed:
Prof. Yusuf Ali
Duly Constituted Potentiary By. and under the authority of the Constituent Assembly of Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

০৪ বৈশাখ ১৪১৬
১৭ এপ্রিল ২০০৯

আমি ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবস' উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাসহ বিশ্ব দরবারে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই মুজিবনগর সরকারের অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান-কে যাঁদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক-সংগঠকসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল স্তরের জনগণকে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন তথা ক্ষুধা, দারিদ্র ও শোষণমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

ঐতিহাসিক 'মুজিবনগর দিবসে' দেশের তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানুক এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক- এই কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ) এম পি
প্রতিমন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল তারিখটি বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত স্মরণীয় দিন। আজ থেকে আটত্রিশ বছর পূর্বে, ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা আম্রকুঞ্জে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সংগ্রামের ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ বহির্বিশ্বকে জ্ঞাত করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানটির নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ইতোপূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন এবং তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণের উদাত্ত আহবানে সমগ্র জাতি অনুপ্রাণিত হয়েছিল বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শত্রুর মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর-এর অফিসার ও জওয়ানরা এবং পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সাথে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা সহযোগী শক্তি হিসেবে অদম্য সাহসিকতার সাথে নিয়মিত বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করেছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হিসেবে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল অত্যাবশ্যক। হানাদার কবলিত মাতৃভূমিতে সেটি ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সকল দেশের প্রতি নবজাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দানের জন্য আহবান জানানো।

অতঃপর দীর্ঘ নয় মাস বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মুক্তিবাহিনী হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশের গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়।

আমাদের ইতিহাসের সেই মাইলফলক ১৭ এপ্রিল-এর তাৎপর্যময় স্মৃতি জনগণের হৃদয়ে চিরজাগরূক থাকবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অবঃ)

The First Government of Bangladesh

Anisuzzaman

Thirty-eight years ago, on this day, the first government of the Republic of Bangladesh took their oath.

Those were such problematic, such uncertain times. Before that, at the call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the people of Bangladesh had continued their Non-Cooperation Movement from the 2nd of March to the 25th. The Non-Cooperation Movement made the whole world bow its head in respect to the people of this country. Other than in the army quarters, Bangabandhu's orders were effective all over Bangladesh. After wasting away time on deceitful discussions and gathering strength thereby, General Yahiya Khan ordered all his forces to commit the most hateful mass murder in history on the night of 25th March. Bangabandhu was arrested, the political leaders became scattered. Even then, the people of Bangladesh took whatever they had and tried to fortify their homes and began the unequal war of resistance.

Our political leaders proved their foresight amidst all this. They got organized within two weeks of the war and on 10th April, issued the Proclamation of Independence. The Government of the Republic of Bangladesh was formed with Bangabandhu as President and Syed Nazrul Islam as the acting President. Tajuddin Ahmed was appointed the Prime Minister. On 11th of April, he delivered a speech to the people of this nation from the 'Shwadhin Bangla' Radio Station, the Radio in exile, He said: 'On behalf of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the leader of 7.5 million freedom-loving people of Bangladesh, and his Government, I give you my revolutionary salutations. We remember with respect those who have sacrificed their valuable lives to defend the independence of Bangladesh. As long as there will be the moon, sun, planets and stars in the sky of Bengal, as long as there will be people on the soil of Bengal; the immortal memory of the brave martyrs, who gave their lives in the revolution to defend the independence of our motherland, will never fade from the hearts of Bengalis... Our victory in this war is inevitable; there is no doubt about that.

On the 17th of April in a mango grove in Boiddonathtola, in Meherpur, Kushtia, the first Government of Bangladesh took its oath. A team of the Bangladesh police and army gave the guard of honor to the Ministers. National and international groups of journalists crowded there to watch the oath-taking ceremony. Boiddonathpur was newly named Mujibnagar. The oath-taking ceremony was quickly completed for fear of attacks from the Pakistani Air Force. The members of the Cabinet of Ministers returned to Kolkata and dedicated themselves to carrying out their duties. The building where the Government was installed came to be known as Mujibnagar. And following that, many called this government the Mujibnagar Government. Some said 'temporary Government', yet others called it Government in exile. Actually it should be called, the first government of Bangladesh. Up till the 26th of December 1971, this Government ran the administration of Bangladesh in totality. Thereafter, some changes occurred in the Cabinet of Ministers. Up till the 12th of January 1972, this Government stayed in power.

This can only be compared to the independent French pattern of running the government during the Second World War. The exiled French freedom fighters founded this in London under the leadership of General Charles De Gaulle in the month of June, 1940. Slowly, this transformed into the Government in exile of liberated France. It was only in 1944 that its head office could be shifted to Paris.

On the 17th of April 1971, Prime Minister Tajuddin Ahmed, in a statement to the people of the world, said: "Pakistan is dead and buried under a mountain of corpses today". The goal of this Government was to earn independence and free Bangabandhu. The Government never strayed from this goal. To fulfill this goal, what was earned under the leadership of this Government in eight months was extraordinary. The government of Mujibnagar was responsible for reorganizing the armed freedom fighters of Bangladesh, forming of the various sectors and forces on the battle field, establishing the military chain of command at one side and the Government's public organization on the other, constructing the public sector and building up administration there, forming youth camps, establishing advisory committees in cooperation with all political parties supporting the liberation war, looking after almost one million refugees with the help of the Indian Government, running diplomatic endeavors and forming joint military command; forming public opinion in favor of the liberation war with the help of Bengalis living abroad, making arrangements for diplomats announcing loyalty towards Bangladesh's cause in many countries, establishing Bangladesh Mission in Kolkata, establishing information centers in Delhi and all over Bangladesh, running public administration in free areas, directing the 'Shwadin Bangla' radio and publishing government press releases, forming the Planning Commission etc. A lot of anti-Government publicity also went on at that time. Other than that, there were also conspirators within the Government. They wanted to negotiate with Pakistan with the help of the USA. The Government had to spend time and strength to stop such schemes too. Holding discussions with India from a respectable position in spite of being dependent on them was not a simple task as well.

During the time of the Liberation War, when the people were tortured by the cruelty of the Pakistani army in the country and their collaborators, like the Razakar and Al Badr forces, the courageous missions of the guerillas and broadcasting of the 'Shwadin Bangla' Radio Station gave them mental fortitude, just as the word 'liberation' itself was frightening for the invading army. The people of the country believed in the Government of Bangladesh, they were not ready to accept anything less than complete independence. This steady aim and unified strength of the people made it possible to establish the legal existence of an independent, sovereign nation after nine months of war. The earth-shattering slogan of 'Joy Bangla' resonating from millions of voices capsized the throne of the oppressors.

Millions of respectful salutations to the martyrs of the Liberation War and its political leadership.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০৪ বৈশাখ ১৪১৬
১৭ এপ্রিল ২০০৯

আজ ১৭ই এপ্রিল, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আরেকটি চিরভাস্বর দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শপথ গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। সেদিন থেকে এ স্থানটির নাম হয় মুজিবনগর।

২৬শে মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ই এপ্রিল সরকারের শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রীসভার সদস্য করে আওয়ামী লীগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে।

মুক্তিকামী সকল রাজনৈতিক দল ও শ্রেণী-পেশাসহ সকল স্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সরকার দীর্ঘ নয় মাস দক্ষতার সাথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর মিত্র শক্তির সহায়তায় চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পরাজিত শক্তিরা চুপ করে বসে থাকেনি। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে একই বছর ৩রা নভেম্বর জেলখানায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

আজকের এ ঐতিহাসিক দিনে আমি বঙ্গবন্ধুসহ চার জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির চরম দুর্দিনেও যে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা উর্ধ্বে তুলে ধরে এগিয়ে চলা যায়, ১৭ই এপ্রিল তার এক অনন্য নজির হয়ে আছে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি দেশবাসীকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বছর পরিক্রমায় আবার এসেছে মুজিবনগর দিবস। মুজিবনগর দিবস-২০০৯ উপলক্ষে সারাদেশের জনগণকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ৩০ লক্ষ শহীদসহ নির্যাতিত মা, বোনদের। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহম্মেদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান-কে যাদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার পরিচালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার। সেদিন প্রায় ১০ হাজার মানুষের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘোষিত হয় এবং প্রথমতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। মুজিবনগরের শপথকৃত এই সরকার প্রশাসনসহ সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে।

উল্লেখ্য শত্রুমুক্ত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন গঠিত হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। স্বাধীন ভূমিতে স্থাপিত এই সরকারের সফল কার্যক্রমের ফলেই আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। তৃণমূল পর্যায় থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করে যেভাবে বাংলাদেশের জন্ম তা সারা বিশ্বে আজো একটি অন্যতম উদাহরণ।

মুজিবনগর দিবসে নূতন প্রজন্ম '৭১-এর চেতনায় উজ্জীবিত হোক এ কামনা করি।

মোঃ ফিরোজ কিবরিয়া

Our heartfelt felicitations to everyone on 17th April, the historic Mujibnagar Day, the formal oath taking ceremony of the first Government of People's Republic of Bangladesh.

On this day we remember with respect and gratitude, our Father of the Nation Bangabandhu and the Four National Leaders.

National Bank Limited
A Bank for Performance with Potential